রাগিব হাসান
বিজ্ঞানীদের
কাণ্ড
কারখানা
রাগিব হাসান
বিজ্ঞানীদের
কাণ্ড
কারখানা
রাগিব হাসান
rokomari.com

এরকম আরো বই পেতে ভিজিট করুন।
https://www.purepdfbook.com

বিজ্ঞান আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। আর এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃতিকে করেছে জয়, অসম্ভবকে করেছে সম্ভব। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে তাই বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের অবদান বিশাল। কিন্তু এই বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা আছে সবার মধ্যে—বিজ্ঞানীরা জটিল ও নিরস সব বিষয় নিয়ে কাজ করেন। ব্যাপারটা আসলে তা না, বিজ্ঞানীরা আমাদের সবার মতোই মানুষ, হাসি কান্না আনন্দ বেদনায় তাদের জীবন। এই গ্রন্থের লেখক রাগিব হাসান শৈশবে পড়েছিলেন আবদুল্লাহ-আল-মূতী শরফুদ্দিনের লেখা আবিষ্কারের নেশায় বইটি। তার পেশা ও নেশা হিসেবে বিজ্ঞানকে বেছে নেওয়ার পেছনে সেই বইটির ভূমিকা অপরিসীম।

লেখকের সন্তান যায়ান ও রিনীতা যোয়ীকে রূপকথার বদলে তিনি বিজ্ঞানীদের জীবনের অসাধারণ সব গল্প শোনান— যা অনেক ক্ষেত্রে রূপকথাকেও হার মানায়। প্রতিদিন, প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ওদের গল্প শোনাতে শোনাতে লেখকের মনে হলো, এই গল্পগুলো সবার জানা দরকার। সেই চিন্তা থেকেই ২০১৮ সালের বইমেলায় বিজ্ঞানীদের কাণ্ডকারখানার ১ম খণ্ডটি লিখেছিলেন। লেখক ভেবেছেন, অল্প কয়েকজন শিশুকেও যদি বিজ্ঞানের অপার সৌন্দর্যের আলোয় উদ্বুদ্ধ করতে পারা যায় তবে তার সার্থকতা। কিন্তু লেখককে অবাক করে দিয়ে প্রচুর শিশুকিশোর, তরুণ-তরুণী বইটি পড়েছে, তারা বিজ্ঞানী ও গণিতবিদদের জীবনের কথা জেনেছে, রোল মডেল হিসেবে বেছে নিয়েছে সেই বিজ্ঞানীদের। উৎসাহের সাথে তারা সেসব কথা লেখককে জানিয়েছে। তাই বাকি অনেক বিজ্ঞানীর জীবনী নিয়ে প্রকাশিত হলো বিজ্ঞানীদের কাণ্ডকারখানা সিরিজের দ্বিতীয় বইটি।

ISBN: 978-984-8040-30-0
www.adarshapublications.com

এরকম আরো বই পেতে ভিজিট করুন।
https://www.purepdfbook.com

বিজ্ঞানীদের কাণ্ডকারখানা ২

রাগিব হাসান

আদর্শ

এরকম আরো বই পেতে ভিজিট করুন।
https://www.purepdfbook.com

সূচি

ভূমিকা	৯
লুই পাস্তুর : মন্দ জীবাণুদের ত্রাস	১১
গণিতপ্রেমী কাজি আজিজুল হক	২০
শশীকান্তের বিপদ	২৪
কেকুলের (দুঃ) স্বপ্ন	২৮
আলাভোলা বিজ্ঞানী উইনার	৩২
গণিতের বরপুত্র : শ্রীনিবাস রামানুজন	৩৮
অগাস্টা অ্যাডা : প্রথম প্রোগ্রামার	৪৭
বোস বাবুর জেদ	৫২
লুকানো নোবেল মেডেল : নাৎসিদের বোকা বানানো	৫৮
দানজিগের দেরি	৬৩
টেসলার তেজ	৬৭
শেওড়াতলীর মেঘনাদ : বিপ্লবী বিজ্ঞানী	৭৪
গ্যালিলিওর পৃথিবী	৮৫
জোসেলিন বেল বার্নেল : ভিন গ্রহের এলিয়েন শিকারি	৯৫
হকিংয়ের কৃষ্ণবিবর	৯৯
বেগুনি রঙের ইতিকথা	১১০
অ্যামেজিং গ্রেইস ও তার বাগের গল্প	১১৫
স্যার টিমের বিশ্বজোড়া জাল	১২১

এরকম আরো বই পেতে ভিজিট করুন।
https://www.purepdfbook.com
com (demo
op

ভূমিকা

বিজ্ঞান আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। আর এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃতিকে করেছে জয়, অসম্ভবকে করেছে সম্ভব। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে তাই বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের অবদান বিশাল। কিন্তু এই বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা আছে সবার মধ্যে—বিজ্ঞানীরা জটিল ও নিরস সব বিষয় নিয়ে কাজ করেন। ব্যাপারটা আসলে তা না, বিজ্ঞানীরা আমাদের সবার মতোই মানুষ, হাসি কান্না আনন্দ বেদনায় তাদের জীবন। শৈশবে পড়েছিলাম শ্রদ্ধেয় আবদুল্লাহ-আল-মূতী শরফুদ্দিনের লেখা সেই বই—আবিষ্কারের নেশায়, যেখানে অনেক বিজ্ঞানীর অসামান্য জীবন ও অবদান নিয়ে লেখা হয়েছিল। আমার পেশা ও নেশা হিসেবে বিজ্ঞানকে বেছে নেওয়ার পেছনে সেই বইটির অপরিসীম ভূমিকা আছে।

আমার সন্তান যায়ান ও রিনীতা যোয়ীকে রূপকথার বদলে বলি বিজ্ঞানীদের জীবনের অসাধারণ সব গল্প—যা অনেক ক্ষেত্রে হার মানায় রূপকথাকেও। প্রতিদিন, প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ওদের গল্প শোনাতে শোনাতে মনে হলো, এই গল্পগুলো সবার জানা দরকার। তাই গত বছরের বইমেলায় বিজ্ঞানীদের কাণ্ডকারখানার প্রথম খণ্ডটি লিখেছিলাম। ভেবেছিলাম অল্প কয়েকজন শিশুকেও যদি বিজ্ঞানের অপার সৌন্দর্যের আলোয় উদ্বুদ্ধ করতে পারি, তাহলে আমার এই বইটা লেখা সার্থক। আমাকে অবাক করে দিয়ে প্রচুর শিশুকিশোর, তরুণ-তরুণী বইটি পড়েছে, তারা বিজ্ঞানী ও গণিতবিদদের জীবনের কথা জেনেছে, রোল মডেল হিসেবে বেছে নিয়েছে সেই বিজ্ঞানীদের। উৎসাহের সাথে তারা সেসব কথা আমাকে জানিয়েছে, আর আমার সন্তানদের বাইরেও অনেক তরুণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পেরে আমার নিজেকে সার্থক মনে হয়েছে।

এরকম আরো বই পেতে ভিজিট করুন।
https://www.purepdfbook.com

লুই পাস্তুর : মন্দ জীবাণুদের ত্রাস

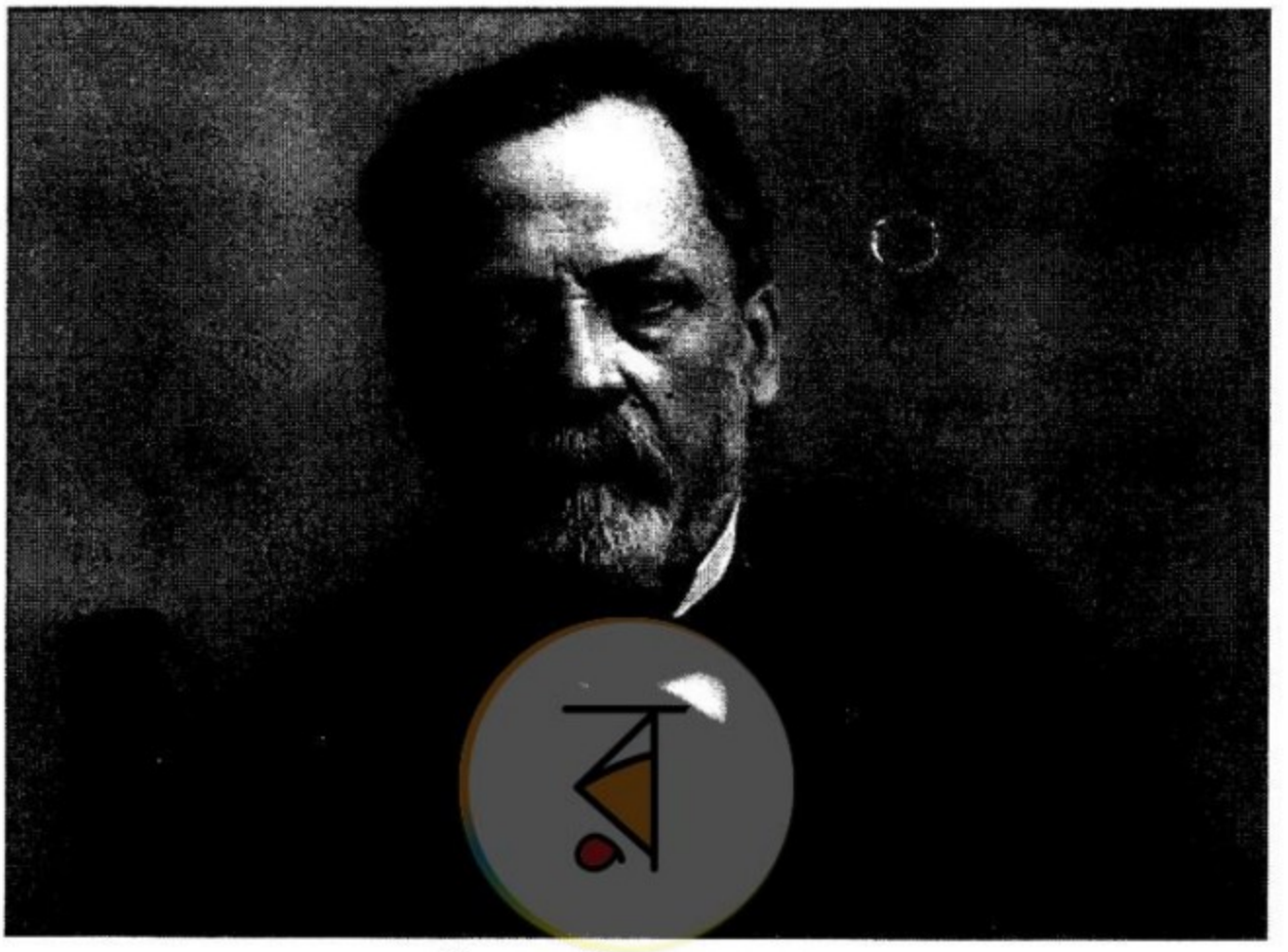

চিত্র ১ : লুই পাস্তুর (১৮৯৫)

জীবাণুর শত্রু

ভদ্রলোক দেখতে কিন্তু একেবারেই নিরীহ গোছের। কবি কবি চেহারা, দাড়ি-গোঁফের কারণে অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতো দেখায়। সারাক্ষণ চিন্তায় মগ্ন থাকেন। ভাবুক গোছের। কিন্তু দুনিয়ার তাবত জীবাণুর কাছে এই লোকটা মহা শত্রু—ত্রাসটাইপের।

কে এই লোক? ঘটনা কী তার? কেন জীবাণুর দলের গণশত্রু ইনি?

এরকম আরো বই পেতে ভিজিট করুন। (demo
https://www.purepdfbook.com

জানতে হলে যেতে হবে ১৮২০-এর দশক থেকে শুরু হওয়া এই জীবাণুদের চিরশত্রুর শৈশবে।

পাগলা নেকড়ের কামড়

১৮২০-এর দশকের শেষ দিক, জায়গাটা ফ্রান্স আরবো শহর। দরিদ্র চর্মকারের তৃতীয় সন্তান হিসেবে জন্মানো ছেলেটি তখন একেবারেই বাচ্চা বয়সে। বন্ধুদের সাথে বাইরে খেলায় মগ্ন। এমন সময় চারদিকে চিল্লাচিল্লি শুরু হয়ে গেল। সবাই প্রাণপণে দৌড়ে পালাচ্ছে। বাচ্চাদের দেখে এক লোক দাঁড়িয়ে গেল। বলল, এই যে বাচ্চারা, দৌড়ে পালাও।

কী হয়েছে? ছেলেটি আর তার বন্ধুরা কৌতূহলী।

দৌড়ে পালাও, পাগলা নেকড়ে কামড়াতে আসছে, এক্ষুনি পালিয়ে বাঁচো সবাই। সাবধান করে দিল লোকটি।

আসলেই তো, পাগলা কুকুর কিংবা নেকড়ের কামড় তো একেবারে ভয়াবহ একটা ব্যাপার। পাগলা নেকড়ের মুখ থেকে লালা ঝরছে, আর যাকে দেখে তাকেই কামড়াতে চেষ্টা করছে। কেউ যদি কামড় খায় একবার, মরণ নিশ্চিত, সাথে সাথে না—পাগলা কুকুর বা নেকড়ের কামড় খেলে সপ্তাহ কয়েক পরে হয় জলাতঙ্ক রোগ। আক্রান্ত রোগী পিপাসায় ছটফট করতে থাকে, কিন্তু পানি দেখলেই ভয় পায় প্রচণ্ড, খেতে পারে না একটুও। পাগলা যে কুকুরের কামড় খেয়েছে, আচরণেও সে রকম করতে থাকে, খিঁচুনি উঠে একসময়ে মারা যায়। এ রোগ একবার শুরু হলে আর কোনো চিকিৎসা নেই, মরণ সুনিশ্চিত।

পাগলা নেকড়েটা নাকি ইতিমধ্যেই একজনকে কামড়ে দিয়েছে। হুটোপুটি করে ছেলেটি আর তার বন্ধুরা সবাই ফিরে গেল বাড়িতে। পরে খবর মিলল, যে লোকটিকে কামড়ে দিয়েছিল নেকড়ে, তার জলাতঙ্ক হয়েছে। ভয়াবহ যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে লোকটি মারা গেল, সারাক্ষণ পানি পানি বলে পিপাসায় চিৎকার করছে, কিন্তু পানি দেখলেই ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

Pdf download: এরকম আরো বই পেতে ভিজিট করুন!
link) Plz,Buy it https://www.purepdfbook.com

লোকটির এই যন্ত্রণাময় মৃত্যু ছেলেটির মনে গভীর রেখাপাত করল। কেন হয় এ রকম জলাতঙ্ক? কীভাবে ঠেকানো যাবে এ রকম কঠিন অসুখ? মনে মনে শপথ নিল ছেলেটি, বড় হয়ে একসময় এ রোগের চিকিৎসা সে বের করেই ছাড়বে!

এই ছেলেটি কে? তার নাম, লুই পাস্তুর (Louis Pasteur)। ফরাসি এই বিজ্ঞানী নানা রোগজীবাণুজাত রোগের চিকিৎসা ও প্রতিষেধক বের করে পৃথিবীর সব মানুষের যে কত বড় উপকার করেছেন, তা বলার বাইরে। এ বইটির লেখক (আমি)সহ পাগলা কুকুরে আক্রান্ত কোটি কোটি মানুষ তাদের জীবন রক্ষার জন্য লুই পাস্তুরের কাছে ঋণী হয়ে আছেন।

রোগ-বালাইয়ের আসল কারণ

চর্মকারের ঘরে জন্মানো সেই কৌতূহলী ছেলে পাস্তুর শপথ নিয়েছিলেন, এই রোগ-বালাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হয়ে ছাড়বেন। ছেলেবেলায় ইচ্ছে ছিল, শিল্পী হবেন, দারুণ আঁকতেন। কিন্তু আস্তে আস্তে বিজ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহ জন্মাল পাস্তুরের। আর ছেলেবেলার সেই শপথের কথা ভোলেননি। তাই পড়াশোনা শেষ করে গবেষণা ও শিক্ষকতায় যোগ দিলেন তিনি।

চিত্র ২ : পাস্তুর (১৮৪২)

Pdf download: \
link) Plz,Buy it
এরকম আরো বই পেতে ভিজিট করুন।
https://www.purepdfbook.com
ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সবার ধারণা ছিল, সব রোগ-বালাইয়ের কারণ হলো 'খারাপ বাতাস'। একেক রোগের জন্য একেক রকমের খারাপ বাতাস বা মায়াজমা (Miasma) দায়ী। কারও নাকে এ রকম খারাপ বাতাস গেলে তার সেই রোগ হয়। আরও ধারণা ছিল, প্রাণের উদ্ভব ঘটে আপনাআপনি—যেমন এক তাল কাঁচা মাংশ বাইরে রেখে দিলে সেখানে আপনাআপনি পোকার জন্ম হয় আর সেটা আপনা থেকেই পচতে থাকে।

নানা রকমের জীবাণুর অস্তিত্বের ব্যাপারটা অবশ্য মানুষ তখনই জানত। দুই শ বছর আগে ১৭শ শতকে আবিষ্কৃত হয়েছিল মাইক্রোস্কোপ। সেটা দিয়ে পানি, দুধ, প্রাণিদেহ সর্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া, অ্যামিবিয়া, প্রটোজোয়া) এসবের চেহারা বিজ্ঞানীরা দেখে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাদের ভূমিকা কী, তা কেউ বুঝতে পারেনি। সবাই ভাবত এসব জীবাণু আর নানা রোগের কোনোই সম্পর্ক নাই। দুই হাজার বছর আগে গ্রিক বিজ্ঞানী গ্যালেন যে খারাপ বাতাস তথা মায়াজমা তত্ত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটাতেই সবাই বিশ্বাস করত আর রোগের চিকিৎসাও হতো তার ভিত্তিতে। বলাই বাহুল্য, অধিকাংশ রোগ আসলে এভাবে সারত না, আর মানুষ সামান্য জ্বর বা এ রকম অন্যান্য রোগে মারা যেত সব সময়ই।

১৮৫৬ সাল। পাস্তুর তখন লিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তার এক ছাত্রের বাবার ছিল ওয়াইন বা মদের কারখানা। বিটের মূল থেকে গাঁজন বা ফারমেন্টেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মদ বানাতেন তিনি। কিন্তু সমস্যা হলো প্রায়ই ওয়াইনটা টক ও অখাদ্য হয়ে যেত। পাস্তুর গবেষণা করে দেখলেন, টকে যাওয়া মদের টক স্বাদ আসে ল্যাকটিক অ্যাসিডের উপস্থিতির কারণে। আর টক হয়ে যাওয়া মদের মধ্যে সব সময়েই বিশেষ এক রকমের ইস্ট (Yeast) জাতীয় ছত্রাকের দেখা মেলে। পাস্তুর বের করলেন, এই ছত্রাকই হলো মদ টকে যাওয়ার কারণ। মদ ছাড়াও দুধ পচে টক হয়ে যাওয়ার কারণটাও পাস্তুর গবেষণা করে দেখলেন। মাইক্রোস্কোপের তলায় টক হয়ে যাওয়া দুধ নিয়ে দেখলেন। সেখানেও একই ঘটনা, টকে যাওয়া দুধে সব সময়ই পাওয়া যাচ্ছে জীবাণু। তার মানে কী দাঁড়াল? পাস্তুর বললেন, জীবাণুরাই আসলে খাবারদাবার

Pdf download link) Plz,Buy
এরকম আরো বই পেতে ভিজিট করুন।
https://www.purepdfbook.com

কিংবা দুধ বা মদ পচার কারণ। আর তা থেকে রক্ষা করতে হলে এই জীবাণুদের মারতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

সেই পদ্ধতিও বাতলে দিলেন পাস্তুর। দুধ বা এ রকম যে খাবার বা পানীয়কে রক্ষা করা দরকার, সেটাকে ৬০ থেকে ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফোটাতে হবে কিছুক্ষণ। সেটা করলে ব্যস, জীবাণুদের রফাদফা। উত্তাপের চোটে তারা সবাই সপরিবারে মারা পড়বে, ফলে ফুটিয়ে নেওয়া দুধ বা অন্য পানীয় আর নষ্ট হবে না।

এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হলো পাস্তুরায়ন বা Pasteurization। এই পদ্ধতি চালুর পর থেকে খাবারদাবার পচার হাত থেকে রক্ষা করার উপায় জেনে গেল সবাই। আজও খাবারকে দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণ করতে পাস্তুরায়ন করা হয়, আপনি বা আমি যে দুধ খাই বোতল থেকে, বোতলজাত করার আগে সেটাকে পাস্তুরায়ন করে নেওয়া হয়েছে বলেই অনেক দিন পরেও সেটা ঠিক থাকছে।

চিত্র ৩ : গবেষণাগারে কাজ করছেন পাস্তুর

জীবনের উৎস, মৃত্যুর কারণ

পাস্তুরের সময়ে সবার আরেকটা ভুল ধারণা ছিল, রোগ-জীবাণু, কীটপতঙ্গ এসব নাকি আপনা থেকেই জন্ম নেয়। যেমন খাবার বা মাংস বাইরে রেখে দিলে তাতে পোকা ধরে, পচে যায়। সেই পোকা আপনা আপনিই আসে খাবারে এ রকম ভাবত সবাই। কিন্তু পাস্তুর বললেন,

এরকম আরো বই পেতে ভিজিট করুন!
https://www.purepdfbook.com

ড. রাগিব হাসান একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানী ও শিক্ষক। সরকারি চাকুরে বাবা মো. শামসুল হুদা ও স্কুল শিক্ষিকা মা রেবেকা সুলতানার প্রথম সন্তান রাগিবের জন্ম চট্টগ্রামে। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পর্যায়— সবখানেই রাগিব অর্জন করেছেন অসাধারণ ভালো ফলাফল। পড়াশোনা করেছেন *চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল* ও *চট্টগ্রাম কলেজে*।

বিজ্ঞান বিভাগে তিনি এসএসসিতে চতুর্থ ও এইচএসসিতে প্রথম মেধাস্থান অধিকার করেন। *বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের* (বুয়েট) ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করে তিনি কম্পিউটার প্রকৌশল বিভাগে ভর্তি হন। পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চ জিপিএ নিয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। লাভ করেন *চ্যান্সেলর গোল্ড মেডেল*।

বুয়েটে কিছুদিন শিক্ষকতার পরে উচ্চশিক্ষার্থে যুক্তরাষ্ট্রে যান। সে দেশের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আরবানা শ্যাম্পেইন থেকে কম্পিউটার নিরাপত্তার ওপরে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

বর্তমানে *ইউনিভার্সিটি অব আলাবামা অ্যাট বার্মিংহামের* কম্পিউটার বিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক রাগিব সিক্রেটল্যাব নামের গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠাতা। গবেষণা করছেন কম্পিউটার নিরাপত্তা ও ক্লাউড কম্পিউটিং নিয়ে। গবেষণার উৎকর্ষতার জন্য ২০১৪ সালে পেয়েছেন মার্কিন জাতীয় বিজ্ঞান ফাউন্ডেশনের *ক্যারিয়ার* পুরস্কার।

পেশায় কম্পিউটার বিজ্ঞানী হলেও রাগিবের মন পড়ে থাকে বাংলায়, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির দিকে। বাংলা উইকিপিডিয়ার শুরু থেকেই নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২০০৫ সাল থেকেই তিনি বাংলা ব্লগিংয়ের সাথে জড়িত। সবার কাছে জ্ঞানের আলো ছড়ানোর জন্য অনলাইনে বাংলায় মুক্তজ্ঞানের সাইট *www.shikkhok.com* প্রতিষ্ঠা করেছেন ২০১২ সালে। এ জন্য ২০১২ সালে পেয়েছেন *Google RISE Award, Information Society Innovation Fund Award, Internet Society Grant, mBillionth Award*। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল ও অডিও বই বানানোর ক্রাউডসোর্সড প্রজেক্ট বাংলাব্রেইল প্রতিষ্ঠা করেছেন ২০১৩ সালে। সে জন্য ২০১৪ সালে পেয়েছেন ডয়চে ভেলের *The Best of Blogs and Online Activism* (The BoBs) Award।

মনোচিকিৎসক স্ত্রী জারিয়া আফরিন চৌধুরী, ছেলে যায়ান ও মেয়ে রিনীতা যোয়ীকে নিয়ে ড. রাগিব যুক্তরাষ্ট্রের বার্মিংহাম শহরে বসবাস করেন।

যোগাযোগ—
ইমেইল : ragibhasan@gmail.com
ফেসবুক : fb.com/ragibhasan
ওয়েবসাইট : www.ragibhasan.com, www.elochinta.com

প্রচ্ছদ : সাজু

নিচের যে ক্যাটেগরির PDF বই প্রয়োজন ক্লিক করলেই পেয়ে যাবেন

Categories:

১। আত্ম-উন্নয়ন / মোটিভেশনাল all PDF Download

২। মেডিটেশন ও ইয়োগা বিষয়ক all PDF Download

৩। মনোবিদ্যা শেখার all PDF Download

৪। চিকিৎসা বিষয়ক all PDF Download

৫। ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং শেখার all PDF Download

৬। ইথিক্যাল হ্যাকিং শেখার all PDF Download

৭। প্রোগ্রামিং শেখার all PDF Download

৮। গ্রাফিক ডিজাইন শেখার all PDF Download

৯। উদ্যোক্তা বিষয়ক all PDF Download

১০। কম্পিউটারের a to z শেখার all PDF Download

১১। প্রাইমারি স্কুলের বই all PDF Download

১২। বিবাহ বিষয়ক বই all PDF Download

১৩। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক all PDF Download

১৪। সায়েন্স ফিকশন all PDF Download

১৫। সাপ্তাহিক চাকরির খবর all week PDF Download

উপরের যে ক্যাটেগরির PDF বই প্রয়োজন ক্লিক করলেই পেয়ে যাবেন

নিচের যে ক্যাটেগরির PDF বই প্রয়োজন ক্লিক করলেই পেয়ে যাবেন

Categories:

১৬। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স all months PDF Download

১৭। উপন্যাস বই all PDF Download

১৮। আত্মজীবনীমূলক all PDF Download

১৯। ইসলামিক all PDF Download

২০। গল্পের all PDF Download

২১। ভেষজ ও আয়ুর্বেদিক বই all PDF Download

২২। মনোবিদ্যা শেখার all PDF Download

২৩। রাজনীতি বিষয়ক বই all PDF Download

২৪। সাইকোলজিক্যাল বই all PDF Download

২৫। ভূতের গল্পের বই all PDF Download

২৬। ভ্রমন বিষয়ক বই all PDF Download

২৭। ভ্রমণ কাহিনি বই all PDF Download

২৮। শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক all PDF Download

২৯। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বই all PDF Download

৩০। পরিবার - প্যারেন্টিং ও শিশু বিষয়ক বই all PDF Download

উপরের যে ক্যাটেগরির PDF বই প্রয়োজন ক্লিক করলেই পেয়ে যাবেন